48

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 6 1999
পৃঃ ১০ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন ও সন্ত্রাস

এক সাথে চলতে পারে না

জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থেকেই শুরু হয় উচ্চশিক্ষা। অনেক আশা আর স্বপ্ন, সেই সাথে 'বড় হয়ে কি হবে' প্রশ্নের উত্তর মেলানোর জন্য একটু একটু করে পাঠশালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার দুয়ারে পৌঁছায় একজন শিক্ষার্থী।

একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় ব্যাপৃত হওয়ার অর্থই হলো মেধা, শ্রম ও দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা খাতে প্রবাহিত করানো। কিন্তু উচ্চশিক্ষার নামে আজ আমরা শিক্ষাক্ষেত্রগুলোতে দেখতে পাচ্ছি– একদল তীব্র আশাবাদী ও পরিশ্রমী ছাত্র হাতে গোনা দু'চারটে অস্ত্রের শক্তিতে বলীয়ানদের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে। গোটা দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা।

শিক্ষার প্রতিযোগিতার স্থলে এখন স্থান নিয়েছে দখল প্রতিযোগিতা। কে কটা হল, কে কোন চত্বর দখল করবে– এ প্রতিযোগিতা আজ সর্বত্র। ছাত্রছাত্রীদের লাঞ্ছনা দিয়ে শুরু হলেও আজ এটা শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। স্বার্থের বাইরে গেলে আজ আর শিক্ষকরাও বাদ পড়েন না। এসব অস্ত্রের শক্তিতে বলীয়ানরা সমাজে তাদের অপকর্মের নেটওয়ার্ক চালিয়ে যাবার জন্য রাজনৈতিক মুখোশ পরে বিরাজ করছে দেশের সব শীর্ষ স্থানীয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে।

যে উজ্জ্বল আদর্শ ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এদেশে ছাত্র রাজনীতি রচিত হয়েছিল তার রেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না আজকের শিক্ষাঙ্গনে। স্বাধীনতাপূর্ব শিক্ষাঙ্গন ছিল দেশের বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পটভূমি। ছাত্র নেতারা ছিলেন আন্দোলনের ধারক-বাহক ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আধার। সেই অতি গৌরবোজ্জ্বল ধারাবাহিকতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গেছে সন্ত্রাস নামে নতুন দানবের কাছে। ক্যাম্পাস চত্বরের সবুজ ঘাসের রক্তের রঙের সখ্য হয়ে গেছে অনেক দিন থেকেই।

কয়েক বছর আগে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বলতে বোঝাত দু'একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আজ সন্ত্রাস কোন বিশেষ শিক্ষাঙ্গনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছোট-বড় সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে তার স্থান করে নিয়েছে নির্দ্বিধায়।

দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ইউনিটগুলোতে চলছে ক্ষমতার লড়াই। রাজনীতির মূলধারার সাথে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে এই প্রতিযোগিতা বড় বেশি প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে। নিজেদের দাপট ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাডার লালন পালন। ক্যাডাররা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকে এবং এই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য তখন তারা হয়ে ওঠে অদমনীয়।

রাজনীতির বিকৃত সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে রাজনীতির যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার শিকার হচ্ছে প্রকৃত ছাত্রছাত্রী। ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা আজ মুখ বন্ধ করে সকল প্রকার অন্যায়কে সহ্য করছে। কারণ সকল ভাষা রুদ্ধ হয়ে গেছে অস্ত্রের ভয়ে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের উন্মত্ততায় রাতের পর রাত উৎকণ্ঠিত, আতঙ্কিত অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে ছাত্রদের। যেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। সাধারণ ও সত্যিকার ছাত্রছাত্রীরা আজ নিষ্ক্রিয় সৈনিক।

সন্ত্রাসীদের সবচেয়ে বড় আক্রমণ চলে আসছে আবাসিক ছাত্রদের ওপর। যখন তখন ছাত্রের রুমে প্রবেশ, তার শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটানো, তাদের রুমে অতিথিদের অবস্থান করানো– একজন আবাসিক ছাত্রকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয় প্রায়শই। এসব সন্ত্রাসী ছাত্রদের মূল্যবান শিক্ষা জীবন ৪ বছরে থেকে টেনে নিয়ে ৭ বছরে পৌঁছে দিয়েছে। দিয়েছে আবাসনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে।

এসব সন্ত্রাসী প্রশাসনের সামনে পুলিশের সামনে দিয়ে হলে ঢোকে কিন্তু পুলিশ তাদের খুঁজে পায় না।

অথচ যখন হলে তল্লাশি চলে তখন সাধারণ ছাত্ররা পুলিশের কাছে ধরা পড়ে, ধরা পড়ে ছাত্রের মেহমান। কিন্তু সন্ত্রাসীরা অবস্থান করে এ সবের অনেক উপরে।

দেখা গেছে, পুলিশ রাতভর অভিযান চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। অথচ ক্যাম্পাসে গোলাগুলি হয় নিয়মিতই। এ প্রশ্নের উত্তর পুলিশের জানা নেই। তাদের সহজ-সরল উত্তর– সারা রাত খুঁজেও কিছু পাওয়া যায়নি।

সন্ত্রাসের বীভৎসতা এত চরমে পৌঁছে গেছে যে, তারা ছাত্রীদের সম্ভ্রমে পর্যন্ত হাত দেয়ার সাহস পাচ্ছে। অজপাড়াগাঁয়ের স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে এখন এই সম্ভ্রমহানি প্রতিযোগিতা। সম্ভ্রমহানির মতো এত হীন কাজে জড়িত থাকার পরও তাদের বিশেষ দলের সঙ্গে লেজুড়বৃত্তির কারণে তারা সবার সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা প্রশাসন, আইনের অনেক উপরে অবস্থান করছে।

আমাদের শিক্ষালয়ের অতীত ঐতিহ্য আজ কালিমায় ঢাকা। এ থেকে রেহাই পাবার জন্য দরকার শিক্ষাঙ্গনকে এসব দানবের হাত থেকে মুক্ত করা। এই মুক্তি যদিও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার তবুও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত সংস্কার কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ শুরু হলে নিশ্চয় শুভ গন্তব্য একদিন নিকটবর্তী হবে। ক্যাম্পাস বা শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার যে গুরুদায়িত্ব তার দায়ভাগ নিতে হবে সবাইকে। আলোকিত দিনের লড়াইয়ের প্রেরণাও হয়ত একদিন মুখরিত হবে শিক্ষাঙ্গন থেকেই।

❑ *নজরুল ইসলাম*